দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কো সম্মেলন কমিশন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত

জেনেভা, ১৬ সেপ্টেম্বর (বাসস)।– শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার থেকে এখানে ইউনেস্কোর উদ্যোগে এই সম্মেলন শুরু হয়েছে।

সোমবার তিনি কমিশনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেন।

ন'টি প্রতিনিধি দলের একটির নেতা হিসাবে তিনি উন্নয়নশীল দেশে সকলের জন্য ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফের শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ সংক্রান্ত আলোচনায়ও অংশ নেন।

জনাব সরকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইউনিসেফের ঘোষণা মোতাবেক দু'হাজার সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।

এসব কর্মসূচী জোরদার করতে তিনি ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং অন্যান্য সংস্থার বর্ধিত সাহায্য কামনা করেন। ইউনেস্কোর মহা পরিচালক এসব কর্মসূচী সফল করার জন্য বর্ধিত সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

পরে মঙ্গলবার সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতা কালে ব্যারিষ্টার সরকার শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কর্মসূচী তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করাই হলো শিক্ষাখাতের মূল লক্ষ্য। দু'হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত বলে পরিগণিত শিক্ষাখাতে বর্তমান চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকার মোট অর্থের প্রায় শতকরা ৫ দশমিক ৫ ভাগ বরাদ্দ করেছেন। সংস্কৃতি বিকাশে তিনি শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাই সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিকাশে সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশ এবং বিদ্যমান পার্থক্য হ্রাসে জনাব সরকার শিক্ষার একটি সার্বজনীন তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহবান জানান।

এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য হলো সংস্কৃতি বিকাশে শিক্ষার অবদান।